জাগো ২৪

বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভালো-মন্দ বার্তা

প্রথম বর্ষ , পঞ্চম সংখ্যা , জুলাই ২০২২ , আষাঢ় - শ্রাবণ , ১৪২৯

শহীদ স্মরণে ২১ শে জুলাই

১৩ জন শহীদের আত্মবলিদানের স্মরণে, ২১ শে জুলাই শহীদ দিবসে, জননেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ডাকে, 'ধর্মতলা চলো' উপলক্ষে বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে তাঁর ওয়ার্ডে সংঘটিত হল দেওয়াল লিখন, পথসভা এবং মহামিছিল । ১৯৯৩ সালের ২১ শে জুলাই এই দিনটিতে, "No Identity, No Vote" এই দাবীতে শান্তিপূর্ণ জমায়েতের ওপর তথকালীন বামফ্রন্ট সরকারের নির্দেশে পুলিশি গুলি চালনায়, বাংলার রাজপথ রক্তাক্ত হয়েছিল ১৩ জন মানুষের তাজা রক্তে, আহত হয়েছিলেন বহু মানুষ ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রীমতী অদিতি মুন্সীর উদ্যোগে, দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তীর ব্যবস্থাপনায়, গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট মেটাতে একমাসব্যাপী রক্তদান কর্মসূচী উপলক্ষে বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শ্রী মনীষ মুখার্জীর পরিচালনায়, ২২ শে জুন তাঁর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, দুঃস্থ ও বয়স্ক মানুষদের ছাতা প্রদান এবং জাগো ২৪ পত্রিকার প্রথম মুদ্রিত সংস্করণের উদ্বোধন ।

সম্পাদকীয় কলমে

মানুষ হলো সমাজবদ্ধ জীব । ব্যক্তিমানুষের সব সার্থকতা সমাজকে কেন্দ্র করেই । সমাজে স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করেই মানুষের সম্পূর্ণতা, শুধুমাত্র দল বেঁধে বাস করলেই তা সমাজ হয় না । প্রত্যেক মানুষ একে অপরের কল্যাণের কথা ভেবে সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিয়ম ও শৃঙ্খলার অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাস করলে সেই জনগোষ্ঠীকে সমাজ বলে । এই সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি মানুষের অন্যতম দায়বদ্ধতা । একই সমাজে ধনী, গরিব, সহায়-সম্বলহীন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নানা রকম মানুষের বাস । সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াই হলো সমাজসেবা । কিন্তু কেমন আছেন পাশের বাড়ির মানুষটি ? এমন প্রশ্ন করার মতো সময়ও আমাদের নেই । ক্রমেই আমরা যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছি । এতে সমাজে নেতিবাচকপ্রভাব পড়ছে । তাই আমাদের চিন্তার পরিবর্তন জরুরি।

আমাদের সমাজের দিকে তাকালে প্রতিনিয়ত আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য, যা অতি দুঃখের । আজকের আধুনিক বিশ্বের ছোঁয়া সত্ত্বেও আমরা সেকেলে সমাজব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি । প্রাচীন সমাজব্যবস্থার কুসংস্কার, বৈষম্য ও অবমূল্যায়ন আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে । শ্রেণিবৈষম্যের দিকে তাকালে দেখা যায়, সমাজের একটি গরিব লোক শিক্ষিত, মেধাবী ও নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্যতা রাখলেও আমাদের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এই লোককে সুযোগ না দিয়ে তাকে অবমূল্যায়ন করে পেছনে ফেলে রাখে, যা আমাদের জাতিকে অন্ধকারে ঠেলে দেয় । পক্ষান্তরে একজন সম্পদশালী ব্যক্তির মেধা ও নেতৃত্বের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সমাজ তাকে নেতৃত্বের ভার দেয়, যা আমাদের সমাজব্যবস্থার জন্য হুমকিস্বরূপ । এই সমাজ নিয়ে আমাদেরই ভাবতে হবে । একটি সমাজে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সব রকম মানুষের বাস । যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো, তারা সব রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে, কিন্তু সমাজে যারা গরিব, সহায়-সম্বলহীন তারা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে দুঃখ-কষ্টের কঠিন জীবনকেই মেনে নিতে বাধ্য হয় । স্বার্থকেন্দ্রিক বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো সুখ নেই। এতে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে ঘিরে আত্মকেন্দ্রিকতার এক সংকীর্ণ গণ্ডি গড়ে ওঠে । প্রকৃত সুখ রয়েছে সমাজের জন্য, দেশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কিছু করে বাঁচার মধ্যে । একজন মানুষ সঠিক শিক্ষা গ্রহণ না করলে তার প্রভাব সমাজের ওপর পড়ে । সে কারণে আমাদের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে । একটা কথা মনে রাখা ভালো - সমাজ নিয়ে ভাবনার বয়স লাগে না, প্রয়োজন সঠিক চিন্তা ও মানসিকতার । শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকলে সমাজের কোনো পরিবর্তন আসবে না । ভাবতে হবে চারপাশের মানুষদের নিয়ে । পরিবর্তন ছাড়া সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় । তাই আমাদের সবার মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ জাগাতে হবে । সামাজিক মূল্যবোধই পারে সমাজের রূপ বদলে দিতে।

ওপরের কথাগুলি সমাজ চেতনার জন্য যদি লেখা হয় তাহলে আমাদের এই জাগো ২৪ কাগজের কাজ হল এক আয়নার মতো । মানুষের সামনে তুলে ধরা তার নিজস্ব মুখকে । আমাদের পৌরপিতা স্বয়ং নিজে এই সমাজের মানুষের চেতনাকে কিভাবে আরো সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে দেওয়া যায়, প্রতিনিয়ত সেই কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন । কাজের মাধ্যমে তিনি প্রতিদিন প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় । তাঁর সাথে যেসব সৈনিকেরা সহযোগিতা করেন তারাও এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ । আমরা এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রতি মাসে চেষ্টা করে যাই যাতে মানুষের মনের বিকাশ ঘটে, চেতনার উন্নতি ঘটে এবং তৈরি হয় এক নতুন সমাজ ।

বিজন আলোয়

পৌরপিতা মনীষ মুখার্জীর কলমে

“ আমার কথা ”

সবাই মিলে ওঠো ... জাগো ... ত্যাগ করো অলসতা ... জীবনের মহা ঘুমকে । নিজেদের নিয়োজিত করো ঘরের দুয়ার থেকে সমগ্র এলাকায় নতুন এক সমাজ উন্নয়ন, নিজের ওয়ার্ডকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জনের মহান ব্রত পালনের এক সুদৃঢ় শপথ গ্রহনের মহান যজ্ঞে । আমি শুধু তোমাদেরই । আমার নেই ক্লান্তি, নেই অলসতা, নেই হেরে যাওয়ার কোনো মানসিকতা । আছে শুধু তোমাদেরই মাঝে নিজেকে একশো ভাগ বিলিয়ে দেওয়ার পূর্ণশক্তি । আমি শুধু তোমাদের থেকে চাই একটু নিঃস্বার্থ ভালবাসার অঙ্গীকার, সহযোগীতা । চাই সকলের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য এবং মৈত্রতার এক নিবিড় বন্ধন । আমাকে সফল হতেই হবে এই জীবনসাধনার সাধনাতে এবং জয় পেতেই হবে নতুনরূপে ২৪ নং ওয়ার্ড গঠনের এই কর্মযুদ্ধে । দরকার তোমাদের মতো প্রচুর সৈনিকদের । ঘরে ঘরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি এবং উন্নয়নের প্রদীপ জ্বালাতে হবে আমাকে । তবেই সিদ্ধিলাভ করবে আমার জীবনসাধনা এবং জয়লাভ হবে এই কর্ম কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের সুন্দর পরিণতির । তোমাদের মনের একটা কোণে যেন আমি থাকতে পারি - এই আমার আশা । এটাই আমার কাম্য । সবাই আমার ভালবাসা নিও ।

আগামী ২৯ শে জুলাই আমার কাছে এক স্বপ্নের দিন । কারণ সেই দিন উদ্বোধন হতে চলেছে আমার স্বপ্নের বিদ্যাসাগর প্রকল্প । আমার ওয়ার্ডের অসহায়, দুঃস্থ, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের সন্তানেরা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও যেন সহযোগিতা পায়, নিশ্চিন্ত হয় । আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য যতটুকু পারি করে যাব । আগামী দিন বলবে আমি কতটুকু কি করতে পারলাম । সময় বলবে তার কথা । জীবন বড় হলেও সময় খুবই ছোট । তাই যতটা দ্রুত সম্ভব আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডকে । কারণ যেমন করেই হোক আমাকে আমার সাধনাতে সফল হতেই হবে । এক নতুন এলাকা গঠনের জন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতাও আমার প্রয়োজন ।

(. . . . . ক্রমশঃ)

- শ্রদ্ধাবান্ লভতেঃ - মানুষ আপনাকে ভালো বলবে এবং শ্রদ্ধা করবে কারণ আপনার কাজের তুলনা করা যায় না । আপনি আমাদের সবার খুবই প্রিয় । পৌরপিতা হিসেবে যোগ্য লোক। আরো অনেক পৌরপিতা এই ওয়ার্ডে এসেছেন কিন্তু তাদের চেয়ে আপনি Really অনেক অনেক ভালো । আপনার কর্মীরা খুব ভালো এবং যত্নসহকারে কাজ করছে । স্বাস্থ্যকর্মীবৃন্দ ভালোভাবে প্রত্যেক বাড়িতে মশার তেল স্প্রে করছে । কিন্তু আপনি আমাদের কাছে ‘CROWN PRINCE’ । আমি ট্রপিক্যাল স্কুল থেকে ২৫ বছর গবেষণা করেছি ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়ার উপর । কোন প্রয়োজন হলে আমাকে বলবেন আমি আপনার পাশে দাঁড়াবো ।

  - ড: দীনেশচন্দ্র সাহা

- আপনার ছেলেরা এলাকায় মশার ওষুধ দেওয়ায় মশার উপদ্রব অনেক কমেছে এইজন্য আমরা খুব খুশি । আমার মতে একটু খালের ব্যাপারে হাত লাগালে আরো ভালো লাগবে।

  - ছবি দাস

- I am very grateful that the illegal parking cars in front of my gate, wall and garage have been stopped. It is great job. My heartiest congratulation to you. Thank you very much.

  - Chinmayi Roy

- Wonderful job by Manish Mukherjee. কোন মশা নেই । অনেকটা মশা দূর হয়েছে । আপনার ছেলেরা বা কর্মীরা খুব ভাল করে কাজ করছে । আমরা খুব খুশি । মনীষবাবু আপনার খুবই প্রশংসা করছি । আপনার পৌর পরিষেবা খুবই দক্ষতার সাথে কাজ করছে।

  - অমিত ব্যানার্জি

- আমাদের এলাকায় নিয়মিতভাবে মশার ঔষধ এখন ছড়ানো হচ্ছে । তাতে মশার উপদ্রব অনেকটা কম হচ্ছে । প্লাস্টিকের ব্যবহার কম করে দেওয়াতে কিছুটা হলেও এই বর্ষাতে জল জমার ব্যাপারটা কমেছে বা কোন কোন এলাকাতে জল জমলেও অল্প সময়ের মধ্যে নেমে গেছে । আরেকটি বিশেষ ব্যবস্থা হল গাড়িকে যত্রতত্র পার্ক করে রাখা ... মনীষবাবু এই ব্যাপারটা খুব সুন্দরভাবে সামলেছেন । গাড়ি আর যত্রতত্র পার্কিং থাকে না । এজন্য জায়গা অনেক বেড়ে গেছে । এসব নানান কাজে তৎপরতা আগে কখনো দেখিনি । কোভিড ভ্যাকসিনেশন এবং রক্তদান শিবির খুব সফলভাবে হয়েছে । শুধু একটা অনুরোধ এলাকাবাসীর তরফে - মিষ্টি পানীয় জলের ব্যবস্থা একটু করে দিতে পারলে ভালো হয় ।

  - ভাস্কর সামুই

- মনীষ মুখার্জীকে ধন্যবাদ । ওর সময়ে মশার উৎপাত অনেক কম আমাদের এলাকায় ।

  - চন্দন বিশ্বাস

- In Ward Number 24 of Bidhannagar Municipal Corporation, Councilor Manish Mukherjee trying his best to make a clean area and give us good citizen services in this period and his team also doing very good job.

  - Ivy Tarafdar

- প্রিয় ভাই মনীষ আমার শুভেচ্ছা নিও । তোমার সামাজিক উন্নয়নের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা । তোমার সাফল্য কামনা করি ।

  - শ্রী বিশ্বজিৎ দত্ত

- ছেলেরা মশার তেল নিয়মিত দেওয়ার জন্য এবং নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার দরুণ, মশার উপদ্রব একেবারেই নেই । বর্ষার সময় ভয়ঙ্কর মশার উপদ্রব হত । এবারে তা একেবারেই নেই । সারা বছর আমাদের মশার Liquidator দিবারাত্র ব্যবহার করতে হতো, তা এখন বন্ধ । এছাড়া জলে আয়রন কমে গেছে । পরিশ্রুত পানীয় জলের ফলে হলুদ দাগ পড়ছে না । এজন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য আমাদের এলাকার কাউন্সিলার মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের । ওনার সর্বান্তকরণ উন্নতি কামনা করি ।

  - তৃষ্ণা রায়

- আপনার ওয়ার্ডের সমস্ত রকমের কাজকর্ম খুব ভালো হচ্ছে । আপনাদের হেল্থ ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা খুব ভালো কাজ করছে । আশা রাখি আপনি এইভাবে কাজ করে এতদ্ অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষদের উপকৃত করবেন । আমি আপনার সাফল্য কামনা করি ।

  - উজ্জ্বল কুমার বিশ্বাস

- খুব ভালো কাজ হচ্ছে । সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ ।

  - শিবানী সাহা পোদ্দার

- আমাদের প্রিয় কাউন্সিলর শ্রীযুক্ত মনীষ মুখার্জীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই । মশা মারার তেলের কাজ খুব ভালো হচ্ছে । আমাদের ওয়ার্ডে যে সুন্দর পরিবেশ মনীষবাবু তৈরি করেছেন এই জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করার অধিকার আমার নেই । আপনি ভালো থাকুন । আরো কাজ করে এগিয়ে চলুন । শুভেচ্ছা রইল ।

  - নীলাদ্রি সেন

- আমাদের ২৪ নম্বর ওয়ার্ড অঞ্চলে আপনার নেতৃত্বে পৌরসভার অধীনে যে সমস্ত কাজকর্ম হচ্ছে, বিশেষত অঞ্চল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য । তাতে আমি আনন্দিত এবং সন্তুষ্ট । প্লাস্টিক বর্জন এবং নিয়মিত নর্দমা পরিষ্কার ও বাড়িতে বাড়িতে মশা নিরোধক তেল স্প্রে করার ফলে আগের চেয়ে মশার উপদ্রব অনেকটাই কমেছে । আশা করি আপনি আগামী দিনেও এইভাবে জনগণের জন্য কাজ করে যাবেন । আপনার সাফল্য কামনা করি ।

  - শঙ্কর সিনহা

- Many many thanks for your development work. We are very pleased as your young chaps who are involved to spray the mosquito liquid. I hope you will continue to help us for social maintenance.

  - Swapan Sarkar

উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান

২৪ নম্বর ওয়ার্ডে সারা মাস জুড়ে প্রতিদিন বিভিন্ন অঞ্চলে রোটেশন পদ্ধতিতে মশার তেল দেওয়ার কাজ করে হেল্থ ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা, রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যেও তাদের কাজের কোন বিরাম নেই । অঞ্চলের প্রতিটি মানুষের বক্তব্য নিয়মিত মশার তেল দেওয়ার ফলে মশার উপদ্রব অনেক কম এবং আগে যেখানে সবসময় মশারি টাঙিয়ে রাখতে হতো অথবা মশার লিকুইডেটর ব্যবহার করতে হতো সেটা এখন করতে হয় না । এমনকি বর্ষাকালেও মশার উপদ্রব আগের থেকে অনেক পরিমাণে কমে গেছে ।

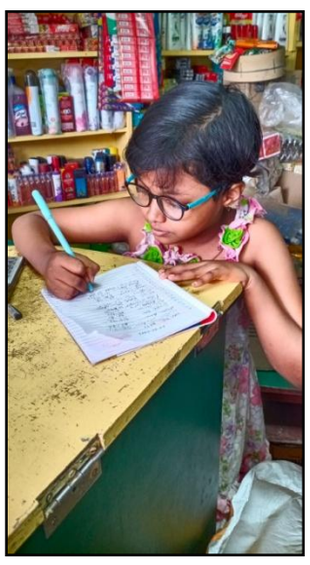

কাউন্সিলর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঢাকা নর্দমাসহ ঢালাই রাস্তা তৈরীর কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন । অনুরূপা পল্লী এবং গীতশ্রীর গলিতে চলছে রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ ।

বর্ষাকালে ঝড়-বৃষ্টিতে গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ে অথবা বৈদ্যুতিক তারের ওপর পড়ে দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তাই গাছের অতিরিক্ত ডালপালা ছেঁটে ফেলা হচ্ছে ।

প্রতিদিন রাস্তা ঝাঁট দিয়ে চারিপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখার কাজ ভোরবেলাই শুরু হয়ে যায় । ঝাঁট দেওয়ার সাথে সাথেই সেই ময়লা ভ্যানে তুলে নেওয়া হয় ।

গোপালদা ও শঙ্করদার তত্ত্বাবধানে এভাবেই প্রতিদিন চলে নর্দমা সাফাই ও পাঁক তোলার কাজ ।

সন্ধ্যার সময় মশার উপদ্রব বাড়ে তাই কাউন্সিলরের নির্দেশে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে চলছে মশার ধোঁয়া দেওয়ার কাজ ।

প্রতিদিন ওয়ার্ড জুড়ে চলে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ, থার্মোকলের থালা-বাটি-গ্লাস ব্যবহারের বিরুদ্ধে ধরপাকড় অভিযান এবং প্রয়োজনে জরিমানাও করা হয় ।

২৪ নং ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে । যাঁরা ইতিমধ্যে সেই নির্দেশ মেনেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই । যাঁরা এখনো নির্দেশিকা মানছেন না তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা অবিলম্বে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ বন্ধ করুন । অন্যথায় আমরা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং জরিমানা ধার্য্য করতে বাধ্য হব । ওয়ার্ডের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাইবোনেদের কাছে অনুরোধ - আপনারা আপনাদের আশেপাশে কাউকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করতে দেখলে অথবা বেআইনি গাড়ি পার্কিং করতে দেখলে 98744 21441 / 96749 66239 / 98743 36030 এই ফোন নম্বরে আমাদের জানান । আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে । আপনার অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে আমাদের সহযোগিতা করুন ।

মনীষ মুখার্জী, পৌরপিতা, ২৪ নং ওয়ার্ড, বিধাননগর পৌরনিগম

জাগো ২৪

৪ প্রথম বর্ষ , পঞ্চম সংখ্যা , জুলাই ২০২২ , আষাঢ় - শ্রাবণ , ১৪২৯

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে ৫ ই জুলাই আয়োজিত হয়েছিল কোভিড ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্প । উক্ত ক্যাম্পে ১২ বছরের ঊর্দ্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ এবং ৬০ বছরের ঊর্দ্ধে বুস্টার ডোজও দেওয়া হয় ।

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর উদ্যোগে ৬ ই জুলাই আয়োজিত হয়েছিল স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ছবি তোলা ও কার্ড প্রদানের কাজ ।

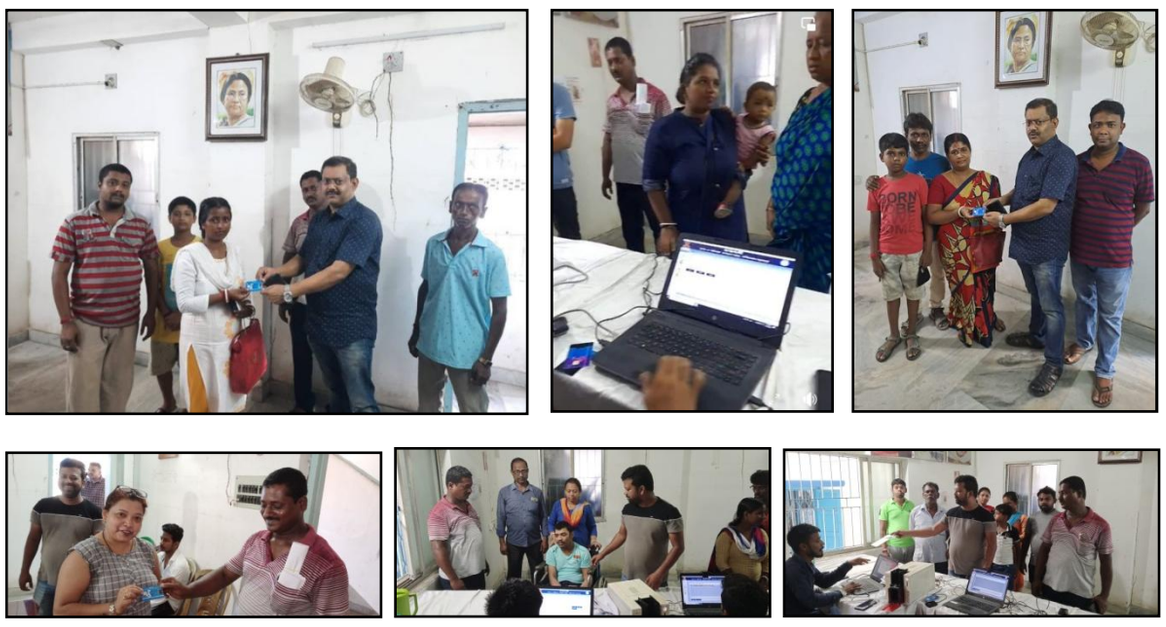

গত ১ লা জুলাই ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে চিকিৎসক এবং গুণীজনদের সম্বর্ধনা দিলেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী ।

রবীন্দ্রপল্লী জুনিয়র ব্যায়াম সমিতির রক্তদান শিবিরে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী ।

রথযাত্রায় কেষ্টপুরের বিখ্যাত জগন্নাথ বাড়ির উৎসবে শ্রী সুজিত বসু এবং শ্রী মনীষ মুখার্জী ।

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর পরিচালনায়,
গত ২২ শে জুলাই চারাগাছ প্রদান এবং ২৩ শে জুলাই বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী পালিত হল ।

বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বালকবৃন্দ (পূর্ব) এবং রবীন্দ্রপল্লী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের আসন্ন দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল ।

আগামী ২৯ শে জুলাই, ২০২২ বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি শ্রী মনীষ মুখার্জী মহাশয়ের উদ্যোগে, ২৪ নং ওয়ার্ড অফিসের সামনে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রয়াণ দিবসে "বিদ্যাসাগর প্রকল্প" -এর শুভ উদ্বোধন হতে চলেছে । এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হবে । এছাড়া ওইদিন মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা জানানো হবে।

সম্পাদক :- শ্রী বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

কম্পোজ, গ্রাফিক্স এবং পেজ মেক-আপ :- শ্রী সুদীপ্ত সেন

দূরভাষ :- 98317 65251 / 87770 98458 / 98303 11696 / 98319 14723

হোয়াটস্ অ্যাপ :- 98317 65251 / 98303 11696

(আমাদের পত্রিকায় যেকোনো ধরণের চিঠি বা বার্তা, ছবি, শিশুদের আঁকা, লেখা, ছড়া, কবিতা পাঠাতে পারেন উপরে দেওয়া হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে)